আল্লাহর সাথে কুফর

শব্দ পরিচিতিঃ কুফর অর্থ গোপন করা, অবিশ্বাস করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, বিশ্বাস ঘাতকতা করা, ইত্যাদি। পবিত্র কুর্আনে কুফর শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

গোপন করা ঃ কুফর শব্দটি গোপন করা অর্থে ব্যবহৃত হবার নমুনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
জেনে রেখ! দুনিয়ার জীবন খেল তামাশা, অহমিকা, শোভা, ধন ও জনের প্রতিযোগিতা বৈ কিছুই নয়। যেমন: মেঘমালা, যার উৎপাদনে কাফিরগণ (কৃষকগণ) মুগ্ধ হয়ে গেল। অত:পর তাতে (উৎপন্ন ফসলে) মরন শুরু হল। হদুল বর্ন ধারন করে খড় কুঠায় পরিনত হল....। (৫৭ হাদীদ: ২০) *উক্ত আয়াতে কুফর শব্দটি গোপন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষকরা শস্য বীজ মাটিতে পুতে রাখে বিধায় তাদের কাফির বলা হয়েছে।*

অকৃতজ্ঞ ঃ কুফর শব্দটি অকৃতজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হবার নমুনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
...যে শুকর করল (কৃতজ্ঞ হল) সে নিজের কল্যান করল আর যে কুফর করল (অকৃতজ্ঞ হল। তার জানা উচিত) রাব্ব সকল প্রয়োজনের উর্দ্ধে, মহিয়ান। (২৭ নামল: ৪০)

বিশ্বাস ঘাতকতা ঃ কুফর শব্দটি বিশ্বাস ঘাতকতা অর্থে ব্যবহৃত হবার নমুনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তাদের (ইয়াহুদদের) থেকে কুফর (বিশ্বাস ঘাতকতা ও হত্যা পরিকল্পনা) অনুধাবন করে ঈসা বলল: কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? হাওয়ারীগণ বলল: আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষ্যি: আমরা মুসলিম। (৩ আল-ইমরান: ৫২)

অবজ্ঞা ঃ কুফর শব্দটি অবজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হবার নমুনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
আল্লাহ একটি জনপদের বর্ননা দিচ্ছেন। জনপদটি শান্ত ও নিরাপদ ছিল। জীবনের তাগিদে প্রয়োজনীয় সবকিছু যথাযত ভাবে তথায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জনপদের লোকজন আল্লাহর নিয়ামতকে (অবজ্ঞা করে) কুফর করল। ফলে আল্লাহ তাদের ক্ষুধা ও সন্ত্রাসের স্বাদ আস্বাদন করালেন তাদেরি কর্মফল হিসাবে। (১৬ নাহল: ১১২)

অমান্য করা ঃ কুফর শব্দটি অমান্য করার অর্থে ব্যবহৃত হবার নমুনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
ইহাই আ'দ (জাতি)। যারা আল্লাহর বিধান অমান্য (কুফর) করেছে, রাসূলের বিরোধিতা করে অবাধ্য দাম্ভিক (নেতা)দের মেনে নিয়েছে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশাপ তাদের পিছু নিয়েছে। জেনে রেখ! আ'দ আল্লাহর সাথে কুফর করেছে। জেনে রেখ! হূদের জাতি আ'দ ধ্বংস হয়ে গেছে। (১১ হূদ: ৫৯-৬০)

অবিশ্বাস ঃ কুফর শব্দটি অবিশ্বাস করার অর্থে ব্যবহৃত হবার নমুনা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যারা বিশ্বাস করল, তারপর কুফর (অবিশ্বাস) করল। আবার বিশ্বাস করল আবার কুফর (অবিশ্বাস) করল। পরে তাদের কুফর (অবিশ্বাস) আরো বেড়ে গেল। আল্লাহ কখনো তাদের ক্ষমা করবেন না, পরিচালিত করবেন না সঠিক পথে। মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও! যন্ত্রনা দায়ক আযাব তাদের জন্য, যারা মুঅ্মিনদের বদলে কাফিরদের আপন করে নেয়। তারা এদের কাছে ইজ্জত চায় ? অথচ ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (৪ নিসা: ১৩৭-১৩৯)

সুতরাং ইসলামের মত মহান সত্যকে গোপন করা
/কুরআন হাদীছে বর্নিত কোন বিধান বা তথ্য অবিশ্বাস করা
/ইসলামী শারীয়া'হ বা এর কোন বিধানকে আংশিক বা পূর্নাঙ্গ ভাবে অমান্য করা
/শারীয়া'হ বর্নিত কোন ফরজ বা হারামকে অবজ্ঞা করা
/আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম বা মুসলিম সমাজের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করা **কুফর**।

কুফর শব্দটি যেমন ইসলামের বিপরীতে ব্যবহৃত হয় তেমনি ঈমানের বিররীতে ও। তাই কুফর দুই প্রকার। ইসলামের পরিপন্থি, কুফর ও ঈমানের পরিপন্থি কুফর।

ইসলামের পরিপন্থি কুফরঃ যে কুফর সুস্পষ্ট, যে কুফর পরিস্কার। যে কুফুরে কোন অস্পষ্টতা নেই। ইহা ইসলামের পরিপন্থি কুফর। এমন কুফরকে সুস্পষ্ট কুফর বা **কুফরে বাওয়াহ** বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহ কোন মানুষকে নবুয়ত, দায়িত্ব ও কিতাব দেয়ার পর সে জনতাকে বলবে: তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাসত্ব কর, এমন হতেই পারে না! বরং (সে বলবে) তোমরা কিতাব পড়, কিতাব বুঝ, আল্লাহর অনুগত হও। সে মানুষকে কোন ফিরিস্তা বা নবীর দাসত্বের কথা বলতেই পারে না। লোকজন **ইসলাম** গ্রহনের পর সে (নবী হয়ে) **কুফরের** কথা কি করে বলবে ? (৩ আল-ইমরান: ৭৯-৮০)

জুনাদাহ বিন আবু-উমাইয়্যাহ বলেন: আমরা উবাদাহ বিন স্বামিত রাঃর কাছে গেলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম: আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক, আপনাকে সুস্থতা দান করুক। আপনি নিজে নবী সাঃ থেকে শুনেছেন এমন একটি হাদীছ বর্ননা করুন। তিনি বললেন: নবী সাঃ আমাদের থেকে বাইয়াহ (অঙ্গিকার) নিয়েছেন। আমরা যেন সর্বাবস্থায় সকল বিষয়ে (নেতাদের) আনুগত্য করি, তাদের সাথে বিবাদে না জড়াই। (তারপর বলেছেন:) কিন্তু (তাদেরকে কুফরে বাওয়াহ) সুস্পষ্ট কুফর (করতে) দেখলে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে (বিদ্রোহের) দলিল পেয়ে গেলে। (তখন আর আনুগত্য নয়) (বুখারী: ৬৬৪৭)

পরিনতিঃ যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট কুফর করে সে কাফির। তাকে কাফির বলা হয়, কাফির হিসাবে দেখা হয়। তাকে কাফির জেনে, কাফির বুঝে, কাফির হিসাবেই সামাজিকতা ও লেনদেন করা হবে।

কোন মুসলমান এমন কুফর করলে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না।
কোন নেতা এমন কুফর করলে সে আর মুসলমানদের নেতা থাকতে পারে না। তার সাথে অসহযোগ ও বিদ্রোহ করা হবে। ইহাই আল্লাহর হুকুম। কুফরের পরিনতি বড় ভয়াবহ। নিম্নে আরো কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।

ক. কাফিররা বিভ্রান্ত। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যারা কুফর করে, আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা বিভ্রান্ত। (৪ নিসা: ১৬৭)

খ. কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত। ইরশাদ হচ্ছে:
যারা কুফর করে, কুফর অবস্থায় মারা যায় তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, ফিরিস্তাদের লা'নত, লা'নত সকল মানুষের। তারা চিরদিন এতে নিমজ্জিত থাকবে। কমানো হবে না আযাব, করা হবে না সাহায্য। (বাকারাহ: ১৬১, ১৬২)

কোন কাফিরের আনুগত্য করা যাবে না। কাফির নেতৃত্বের অযোগ্য। বর্নিত হয়েছে:
জুনাদাহ বিন আবু-উমাইয়্যাহ বলেন: আমরা উবাদাহ বিন স্বামিত রাঃর কাছে গেলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম: আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক, আপনাকে সুস্থতা দান করুক। আপনি নিজে নবী সাঃ থেকে শুনেছেন এমন একটি হাদীছ বর্ননা করুন। তিনি বললেন: নবী সাঃ আমাদের থেকে বাইয়াহ (অঙ্গিকার) নিয়েছেন। আমরা যেন সর্বাবস্থায় সকল বিষয়ে (নেতার) আনুগত্য করি, তাদের সাথে বিবাদে না জড়াই। (তারপর বলেছেন:) কিন্তু (তাদেরকে কুফরে বাওয়াহ) সুস্পষ্ট কুফর (করতে) দেখলে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে (বিদ্রোহের) দলিল পেয়ে গেলে। (তখন আর আনুগত্য নয়) (বুখারী: ৬৬৪৭)

গ. কুফর করলে অন্তরে মোহর লেগে যায়। ফলে সঠিক বুঝ ও সত্য গ্রহনের ক্ষমতা লুপ পায়। ইরশাদ হচ্ছে: তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারনে, আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারনে, অন্যায় ভাবে নবীদের হত্যা করার কারনে এবং ''আমাদের অন্তর আবৃত'' এমন বলার কারনে, তথা (এসব) কুফরের কারনে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন। ফলে খুব কমই ঈমান আনবে। (নিসা: ১৫৫)

ঘ. কুফর মানুষের অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ বাড়িয়ে দেয়। ফলে সে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে: তিনিই যমীনে তোমাদের প্রতিষ্টিত করেছেন। সুতরাং যে কুফর করে এর ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। ইহাই আল্লাহর বিধান। কুফর কাফিরের (মাকৃত) হিংসা বিদ্বেষ বাড়িয়ে দেয়। কুফর কাফিরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। (৩৫ ফাতির: ৩৯)

কুফরের আরো অনেক পরিনতি কুর্আন হাদীছে বর্নিত হয়েছে। তাই আধুনিক ও সনাতন সকল প্রকার কুফর থেকে বেঁচে থাকুন। জাহান্নমের ইন্ধন হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

কুফরের সংজ্ঞাঃ রাসূল সাঃর আনিত বিধানকে সম্পূর্ন বা আংশিক ভাবে অমান্য করার নাম কুফর।
(আল-ইরশাদ ইলা মা'রিফাতি আল-আহকাম: পৃঃ ২০৩-২০৪)

যারা সুস্পষ্ট কুফর করে তাদের ব্যাপারে ইসলামী বিধানঃ
যারা সুস্পষ্ট কুফর করে তারা কাফির। ইসলামী বিধান মতে তাদের হারবী বলা হয়। ইসলামী সরকার থেকে নিরাপত্তা না নিলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা মুসলমানদের জন্য বৈধ। ইসলামী দেশে বসবাস করলে তারা সরকারকে খাজনা দেবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅ্মিনগণ যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর কাফিররা যুদ্ধ করে তাগুত্বের পথে। শয়তানের চরদের সাথে লড়াই কর। শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। (৪ নিসা: ৭৬)

ইবন্ উমর রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করি। যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, **আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল**। সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে। যারা এমন করল তারা নিজের জান মাল আমার থেকে হেফাজত করে নিল। তবে তার (ইসলাম সঠিক কি না? এ) বিচার আল্লাহর উপর। কিন্তু ইসলামের অধিকার (বিধান লংঘন কারলে বিধি মোতাবেক তার মৃত্যু দন্ড বা সম্পদ কেড়ে নেয়া হতে পারে) (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্যঃ বর্তমান বিশ্বে পুজিবাদি অর্থনীতি মানা হয়। এবং পুজিবাদের নিয়মমত সরকার জনগণের আয়-রোজগার থেকে ১৭% থেকে ২৫% পর্যন্ত টাক্স আদায় করে। রাসূল সাঃ বা খুলাফায়ে রাশিদীনের যামানায় (এমনকি পরবর্তি খালীফাহ গণের সময়েও) এভাবে টাক্স আদায় করা হত না। ইসলামী সরকার জনতা থেকে শুধু যাকাত, উশুর ও খিরাজ উসুল করে থাকে এবং ইসলামী দেশে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের থেকে নিরাপত্তা ফি আদায় করা হয়। ইসলামী দেশের সকল নাগরিক (মুসলিম অমুসলিম) সার্বিক স্বাধীনতা ও পুর্নাঙ্গ নিরাপত্তা ভোগ করে থাকে।

ইসলামী দেশে কাফিরের অধিকারঃ ইসলামী দেশে বসবাসকারী কাফির পূর্ন অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। মুর্তি-পূজা সহ পূর্নাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা, মদ, শোয়রের মাংস, গান বাজনা সহ যাবতীয় সামাজিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা সহ বিধি সম্বত যাবতীয় অধিকার ও স্বাধীনতা সে ভোগ করবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(যুদ্ধরত) কোন মুশরিক আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দাও যেন আল্লাহর বাণী শুনতে পারে। (সে আল্লাহর দ্বীন মেনে নিলে অনেক ভাল। অন্যথায়) তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দাও। কারন এরা নির্বোধ। (তাওবাহ: ৬)

কাফিরগণ ইসলামী সরকারের অধীনে চাকরি করতে পারবে, ইসলামী দেশে নিজেদের উপাসনালয় ও স্কুল বানাতে পারবে, ধর্মীয় উৎসব পালন সহ সবকিছুই করতে পারবে। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যি প্রায় তেরশ বছরের ইসলামী খিলাফত।
অন্য ধর্মের বিধান মতে তাদের দেশে অন্য ধর্মাবলম্বিদের কোন প্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়নি বিধায় তাদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রয়োজন হলেও ইসলামী দেশে অমুসলিমরা পূর্ন স্বাধিনতা ভোগ করে থাকে। তাই ইসলামী দেশে এমন মতবাদের প্রয়োজন নেই।

কাফিরদের স্বভাবঃ কিন্তু কাফিররা সর্বদা ইসলাম বিদ্বেষী। মুসলমানদের সাথে দুশমনী, আল্লাহর পথে বাঁধা, ইসলাম ও ইসলামী শিষ্ঠাচার নিয়ে তামাশা, প্রপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্র তাদের নিত্য দিনের স্বভাব। নিম্নে এর কিঞ্চিত বর্ননা দেয়া হল।

ক. কাফিরদের প্রধান বদ স্বভাব আল্লাহর বিধান অমান্য করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যারা কুফর করে, আমার বিধান অমান্য করে তারা জাহান্নামী। (৫ মাইদাহ: ১০)

খ. কাফিররা সর্বদা মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডা করতেই থাকে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
....কাফিররা আল্লাহর উপর মিথ্যাচার করে। তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (৫ মাইদাহ: ১০৩)

কাফির নেতারা বলল: (নূহ নবী বা রাসূল কিছুই নয়) সে তোমাদের মত মানুষ। (ইসলামের দোহাই তুলে) তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। আল্লাহ (রাসূল পাঠাতে) চাইলে কোন ফিরিস্তা পাঠাতেন। পূর্ব-পুরুষ থেকে (জাতির ইতিহাসে) এমন কথা কোন দিন শুনিনি। (২৩ মুঅ্‌মিনূন: ২৪)

ফেরাউন চলে গেল। চক্রান্ত পাকা-পুক্ত করে ফিরে এল। মূসা বলল: তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবি। আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ কর না। আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা আলোচনা করল, চক্রান্ত করল। (অত:পর প্রপাগান্ডা শুরু করল। লোকজনকে) বলল: মূসা ও হারুন যাদুগর। এরা যাদু দিয়ে তোমাদের উন্নত সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। (২০ ত্বা-হা: ৬০-৬৩)

গ. কাফিররা সর্বদা আল্লাহর কিতাব ও ইসলামী বিধানকে অবজ্ঞা করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। যাকে আমি একা সৃজন করেছি। ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, কতকিছু দান করেছি। এখন সে আরো চায়! না..! সে আমার বিধান অমান্য করেছে। আমি তাকে (জাহান্নামের) স্বাউ'দ (পাহাড়ে) আরোহন করাব। সে চিন্তা করেছে, সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবি। সে কেমন সিদ্ধান্ত দিয়েছে? আবার (বলছি) তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবি। সে কেমন সিদ্ধান্ত দিয়েছে? সে তাকিয়েছে, ভ্রু কুঞ্চিত করেছে, অত:পর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দম্ভ করে পিছনে (কুফুরে) ফিরে গেছে। (আল-কুরআনের সত্যতা অনুধাবন করা সত্বেও সে) বলেছে: ইহা ক্রিয়াশীল যাদু। ইহা মানুষের মনগড়া। (৭৪ মুদ্দাসসির: ১১-২৫)

বিঃ দ্রঃ= আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তি ওয়ালীদ বিন মুগী'রাহ আল-মাখযুমী। ধনে জনে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে ওয়ালিদ ছিল সেরা। তার মত চিন্তাশীল ও শিক্ষিত মানুষ আরবে বিরল ছিল। কুর্‌আন সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষনা করে এর সঠিক মুল্যায়ন করতে মক্কার নেতারা তাকে অনুরোধ করেছিল। সে বিষয়টি নিয়ে ভেবে ছিল, চিন্তা করেছিল। সে এসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে কুর্‌আন সত্য, ইহা কোন মানুষের কথা হতে পারে না। ইহা আল্লাহর কালাম। কিন্তু তথাপিও সে কুফুরে ফিরে গিয়ে মিথ্যা বলে জাতিকে বিভ্রান্ত করেছিল। সে বলেছিল: ইহা মানুষের মনগড়া ক্রিয়াশীল যাদু বৈ কিছুই নয়।

গ. আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া বিধান মেনে চলা কাফিরদের স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছেঃ
সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আসমান-যমীন সৃজন করেছেন। তথাপিও কাফিররা (বিধান দাতা হিসাবে অন্যকে) আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারন করে। (৬ আনয়া'ম: ১)

...তাদের পরবর্তি প্রজন্ম সালাত ছেড়ে দিয়ে কামনা-বাসনার (মনগড়া নীতির) অনুগত হয়েছে। (১৯ মারয়াম: ৫৯)

তারা তোমার ডাকে সাড়া না দিলে (কুফুরে অটল থাকলে) জেনে নিও! তারা মনগড়া নীতি মেনে চলছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মনগড়া নীতি মেনে চলে তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ জালিমদের হেদায়াত করেন না। (২৮ ক্বাসাস: ৫০)

অধিকাংশ মানুষ ধারনা ভিত্তিক (মনগড়া) মতবাদ মেনে চলে। আর ধারনা কখনো সত্যের জাগায় আসীন হতে পারে না। তাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। (১০ ইউনুস: ৩৬)

ঘ. কাফিররা ইসলাম ও ইসলামী বিধানকে সেকেলে বা পুরাতন মনে করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফিরেরা বলে: এসব অতীতের রূপকথা। (৬ আনয়া'ম: ২৫)

তাদের সামনে আমার আয়াত তিলাওয়াত করা হলে তারা বলে: এসব আমাদের জানা আছে। চাইলে আমরাও বলতে পারব। এসব অতীতের রূপকথা। (৮ আনফাল: ৩১)

মিথ্যুকের দল সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা প্রতিদান দিবস অস্বিকার করে। কেবল পাপিষ্ঠ দাম্ভিকই ইহা অস্বিকার করে থাকে। আমার আয়াত শোনে তারা বলে: এসব অতীতের রূপকথা। (৮৩ মুতাফফিফীন: ১০-১৩)

ঙ. কাফিররা মুঅ্মিনদেরকে নির্বোধ মনে করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফির নেতারা বলল: আমরা মনে করি তুমি নির্বোধ। (৭ আ'রাফ: ৬৬)

যদি বলা হয় লোকজন যেমন ঈমান এনেছে তোমরাও ঈমান আনো। তারা বলে: আমরা ঈমান আনব ওই নির্বোধদের মত ? (২ বাকারাহ: ১৩)

চ. কাফিররা মনে করে: ইসলাম উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফির নেতারা জাতিকে বলল: শুয়া'ইবকে মেনে নিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। (৭ আ'রাফ: ৯০)

ছ. কাফিররা ইসলামের উত্থান ঠেকাতে নিজেদের শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফিররা আল্লাহর পথে বাঁধা দিতে সম্পদ ব্যয় করে। (৮ আনফাল: ৩৬)

জ. ইসলাম নিয়ে উপহাস করা কাফিরদের অন্যতম স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছেঃ
ইহা জাহান্নাম, তাদের কর্মফল। যারা কুফর করেছে, আমার বিধান নিয়ে উপহাস করেছে। (১৮ কাহাফ: ১০৬)

ঝ. কাফিররা ইসলাম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের উপর নানা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফিররা বলে: কুর্আন এক সাথে অবতীর্ন হল না কেন ? (২৫ নামল:৩২)

তারা (নেতারা) বলল: আমরা (নবী হিসাবে) তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষন না (মক্কার) যমীনে ঝর্না প্রবাহিত কর। নতুবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুর বাগান তৈরী করে তাতে নহর প্রবাহিত কর। নতুবা আকাশ ভেঙ্গে আমাদের উপর ফেলে দাও, যেমনটি তুমি মনে কর। নতুবা আমাদের সামনে আল্লাহ ও ফিরিস্তা এনে হাজির কর। নতুবা তোমার জন্য স্বর্নের প্রাসাদ তৈরি কর। অথবা আকাশে আরোহণ কর। আর তোমার আকাশে আরোহণ (স্বচক্ষে দেখলেও) বিশ্বাস করব না, যতক্ষন না আমাদের পড়ার মত কিতাব নিয়ে আসো। (আল্লাহ বললেন) তাদের বলে দাও: আমার রাব্ব মহিয়ান। (তিনি চাইলে সব করতে পারেন। তবে আমি কিছুই পারব না। কারন) আমি একজন মানুষ ও রাসূল বৈ কিছুই নই। (১৭ ইসরা: ৯০-৯৩)

কাফিররা বলে: তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নও। (১৩ রা'দ: ৪৩)

ঞ. কাফিররা কুফর করে, অপকর্ম করে, রাতদিন পাপাচারে ডুবে থাকে। তথাপিও তারা খুশি ও আনন্দিত হয়। তারা নিজেদেরকে খুব ভাল ও সৎ ভাবে। তারা মনে করে তাদের মত ভাল ও সৎ মানুষ জগতে বিরল। কারন তাদের পাপকে সুন্দর ও শোভিত করে উপস্থাপন করা হয়। ফলে তারা পাপকে পাপ মনে করে না, নিজেদের অপরাধকে অপরাধ ভাবে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

কাফিরদের চক্রান্ত ও আল্লাহর পথে বাধা দেয়াকে শোভিত করে দেয়া হয়....। (১৩ রা'দ: ৩৩)

কাফিরেরা রাসূলদের বলে: আমাদের সমাজে ফিরে আসো! নতুবা তোমাদের (দেশ ও সমাজ থেকে) বিতাড়িত করা হবে। তখন রাব্ব তাদের ওহী পাঠান: আমরা জালিমদের ধংস করে দেব। (১৪ ইবরাহীম: ১৩)

ট. কাফিররা দাম্ভিক, অহংকারী, হিংসুক ও পরশ্রি কাতর হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যারা দম্ভ করে, আমার বিধান অমান্য করে, তারা জাহান্নামী। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। (৭ আ'রাফ: ৩৬)

...যারা অহংকার করে, দম্ভ করে, আল্লাহ তাদের কঠিন সাজা দেবেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী আপনজন খুজে পাবে না। (৪ নিসা: ১৭৩)

বস্তুত: আল্লাহ লোকজনকে যে নিয়ামত দিয়েছেন এজন্য তারা হিংসা করে। আমি ইবরাহীম পরিবারকে কিতাব ও হিকমাহ দান করেছি। দিয়েছি বিশাল রাজত্ব। (৪ নিসা: ৫৪)

ঠ. কাফিররা আযাব নিয়ে উপহাস করে। তারা আল্লাহর আযাবকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মনে করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তারা (আল্লাহর) উঠনীকে কেটে ফেলল, আল্লাহর আদেশ লংঘন করল এবং (চ্যালেঞ্জ করে) বলল: স্বালিহ! (উঠনীর উপর আঘাত করলে যে আযাবের ভয় দেখিয়ে ছিলে) তুমি সত্য রাসূল হলে তা বাস্তবায়িত কর। (৭ আ'রাফ: ৭৭)

যখন তারা (মক্কাহর নেতারা) বলল: হে আল্লাহ! (মুহাম্মাদ যা বলছে) ইহাই যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষন কর। অথবা নাযিল কর অন্য কোন আযাব। (৮ আনফাল: ৩২)

তাকে দেখনি? যে মনগড়া নীতিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আসলে আল্লাহই তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন, তার অন্তরে ও কানে মোহর এটে দিয়েছেন, চুখে লাগিয়েছেন পর্দা। তাই তাকে পথে আনার সাধ্য কারো আছে ? তোমরা কি বুঝ না ? তারা বলে: দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছুই নেই। আমরা জীবিত হই, মরে যাই। (এসব প্রকৃতির খেলা) প্রকৃতিই আমাদের সমাপ্তি ঘটায়। আসলে এব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাদের সব ধারনা নির্ভর।

(৪৫ জাছিয়াহ: ২৩,২৪)

কাফিররা কি চায়ঃ কাফিররা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা সকলের ধ্বংস চায়। তারা চায় সবাই তাদের মত পাপিষ্ঠ, কাফির ও অবাধ্য হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাক। একাজে শয়তান তাদের সাহায্য করে, প্ররোচিত করে। নিম্নে এর কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।

ক. কাফিররা চায় সবাই তাদের মত কাফির ও পাপিষ্ঠ হয়ে যাক। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তারা চায় তোমরাও কুফর কর যেমন তারা করে। এতে সবাই বরাবর হয়ে যাবে। সুতরাং তাদেরকে আপন (ওয়ালী) আপন বানিও না। (৪ নিসা: ৮৯)

খ. কাফিররা চায় মুসলমানরা অস্ত্র-শস্ত্র থেকে গাফিল হয়ে যাক, জিহাদ বিমুখ হয়ে যাক। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তুমি সাথে থাকলে এবং মুসলমানদের নিয়ে (জামায়াতে) নামায আদায় করলে (সবাই যেন এক সাথে নামাযে না দাড়ায়। বরং) কিছুলোক তোমার সঙ্গে নামাযে দাড়াবে। আর তারা যেন নিজ নিজ অস্ত্র হাতে রাখে। সিজদাহ (এক রাকায়া'ত) পর এরা পিছনে চলে যাবে এবং যারা নামায পড়েনি তারা এসে তোমার সাথে নামাযে দাড়াবে। তারাও নিজ নিজ অস্ত্র ও সতর্কতা বজায় রাখবে। কাফিররা চায় তোমরা অস্ত্র-শস্ত্র থেকে গাফিল হয়ে থাকো যেন তারা চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারে....। (৪ নিসা: ১০২)

গ. কাফিররা চায় মুঅ্মিনগণ আল্লাহর বিধান ছেড়ে মনগড়া পথে ফিরে যাক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅ্মিনগণ! কাফিরদের অনুকরণ করলে তারা পিছনে (কুফুরে) ফিরিয়ে নেবে। তখন তোমরা ধিকৃত হয়ে যাবে।
(৩ আল-ইমরান: ১৪৯)

কাফিররা কেমন মানুষঃ কাফিররা নিমক হারাম, গাদ্দার। তারা আল্লাহর সাথে নিমক হারামী ও গাদ্দারী করে। তারা মানুষ নামের পশু। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যারা ঈমান গ্রহন না করে কুফর করে আল্লাহর নিকট তারা নিকৃষ্টতম জীব হিসাবে গণ্য। (৮ আনফাল: ৫৫)

আমি অনেক জিন্ন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে (সত্য) অনুধাবন করা যায় না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তা দিয়ে (সত্য) দেখা যায় না, তাদের কর্ন আছে কিন্তু তা দিয়ে (সত্য) শোনা যায় না। এরা পশুর মত। বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট। এরা গাফিল। (৭ আ'রাফ: ১৭৯)

কাফিররা পরকালে কি করবে ঃ
কিয়ামতের দিন কাফিররা আফসোস করবে। ভাল মানুষের সঙ্গে না থেকে বেইমান নেতাদের সঙ্গ দেবার জন্য হায় হায় করবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কাফিররা আফসোস করে বলবে: তারা যদি মুসলিম হত। (১৫ হিজর: ২)

সেদিন সার্বভৌমত্ব হবে একমাত্র আল-রাহমানের। কাফিরদের জন্য ইহা বড়ই কঠিন দিন। সেদিন জালিমরা নতজানু হবে। বলবে: আফসোস! যদি রাসূলের সঙ্গে সোজা পথে চলতাম! হায় হায়! যদি অমুক(নেতা)কে আপন না বানাতাম! যিকর (কুর্আন) আসার পর ও ওই ব্যক্তি আমাকে দূরে রেখেছে। শয়তান মানুষকে লাঞ্ছিত করে দেয়। রাসূল বলবেন: হে রাব্ব! (এরা) আমার জাতি (হয়েও) এই কুর্আনকে ছেড়ে দিয়ে (অন্য পথে জীবন কাটিয়ে) ছিল।
(২৫ ফুরক্বান: ২৬-৩০)

এ পর্যন্ত ইসলামের পরিপন্থি কুফর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। এমন কুফর করলে মানুষ সুস্পষ্ট ভাবে কাফির হয়ে যায়। আসুন! এবার ঈমানের পরিপন্থি কুফর সম্পর্কে জেনে নেই।

ঈমানের পরিপন্থি কুফরঃ যারা বাহ্যত মুসলিম। কিন্তু ইসলামের সকল বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখে না। অথবা শারীয়া'হ বর্নিত কোন বিধান পরিপূর্ন বা আংশিক ভাবে মেনে নেয়নি। অথবা অন্য কোন পন্থায় কুফর করে, তারা কাফির। তাদের এ কুফর ঈমানের পরিপন্থি। যারা এমন কুফর করে তারা ইসলাম ও কুফর এক সাথে গ্রহন করে। আক্বীদাহর পরিভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় মুযাব্যাবীন তথা দুদোল্যমান অবস্থান। ইমাম তাহাবী রাহিঃর ভাষায়:

এমত অবস্থায় লোকজন প্রতারিত হয়ে কিংকর্তব্য বিমুড় হয়ে যায়। তারা তখন কুফর ও ঈমান, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি, মানা ও না মানার মাঝে দোদুল্যমান হয়ে যায়। তাদের সামনে এক ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়। তারা তখন প্রকৃত মুঅ্মিন হতে পারে না, সুস্পষ্ট কাফিরও হতে পারে না। (আক্বীদাহ আত্-তাহাবিয়্যাহ: আল্লাহ ও রাসূলের কাছে আত্মসমর্পনের আলোচনা প্রসঙ্গে।)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাহ্যত মুসলিম। যে ইসলামের ৫টি মৌলিক বিষয় মেনে চলে। যে নামায পড়ে, যাকাত দেয়, রোজা রাখে, হাজ্জ করে। কিন্তু আক্বীদাহ বিশ্বাসে অটল ও অবিচল নয়। তার আক্বীদাহ বিশ্বাস নড়বড়ে। সে তাগুত্বকে প্রত্যাখ্যান করেনি, সকল প্রকার শিরক ও কুফর বর্জন করেনি। সে ইসলাম ও কুফর এক সাথে গ্রহন করে। এমন মানুষ মুসলিম হলেও মুঅ্মিন নয়। এরা আসলে কাফির। তাদের এ কুফর ঈমানের পরিপন্থি। এমন কুফর করলে মানুষ কাফির হয়। চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়।

তবে বাহ্যত ইসলাম মানার কারনে দুনিয়ার জীবনে এদের কাফির বলা হয় না। মুসলিম সমাজ ও মিল্লাত থেকে বের করে দেয়া হয় না। দুনিয়ায় এরা মুসলিম জাতির সদস্য হিসাবে গণ্য হয়। তাদের সালাম করা হয়, তাদের সালামের জবাব দেয়া হয়। মসজিদে আসতে দেয়া হয়। মুসলমানদের করবস্থানে দাফন করা হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহ কেমন করে এদের হেদায়াত করবেন, বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমান) বিদ্যমান থাকা সত্বেও যারা ঈমানের পর কুফর করে, আবার রাসূল সত্য বলে সাক্ষ্যিও দেয়? আল্লাহ জালিমদের হেদায়াত করেন না। এদের পরিনতি: তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, ফিরিস্তাদের লা'নত, লা'নত সকল মানুষের। (৩ আল-ইমরান: ৮৬,৮৭)

যারা ঈমানের পর কুফর করে, পরে পাক্কা কাফির হয়ে যায়, তাদের তাওবাহ কবুল করা হয় না। তারা বিভ্রান্ত। (৩ আল-ই'মরান: ৯০)

এরা রাসূল। আমি তাদের কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছি। কারো সাথে সরাসরি কথা বলেছি। কারো মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি। ঈসা বিন মার্য়ামকে দিয়েছি বায়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমানাদি), রুহ আল-কুদুস (জিবরাঈল) দিয়ে তাকে শক্তি যুগিয়েছি। আল্লাহ চাইলে বায়্যিনাত আসার পর তারা যুদ্ধে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা বিবাদ করবেই। কেউ ঈমান আনবে, কেউ কুফর করবে। আল্লাহ চাইলে তারা যুদ্ধ করত না। কিন্তু আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেন যেমন খুশি। (২ বাক্বারাহ: ২৫৩)

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর কুফর করে তার উপর আল্লাহর গযব, তার তরে কঠূর আযাব। তবে যার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল (আর বাধ্য হয়ে কুফর করে তার ব্যাপার ভিন্ন। তবে) সেচ্ছায় কুফর করলে (রক্ষা নেই) (১৬ নামাল: ১০৬)

আল্লাহর উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও অনেকেই মুশরিক থেকে যায়। (১২ ইউসুফ: ১০৬)

আরো অনেক আয়াত ও হাদীছে এমন কুফরের কথা বলা হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয়: ঈমান এনেছি বললেই ঈমানদার হওয়া যায় না। বরং ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্বেও অনেকেই কাফির ও মুশরিক রয়ে যায়। পবিত্র কুর্আনের অনেক আয়াতে এদেরকে কাফির ও এদের কাজকর্মকে কুফর বলা হয়েছে। কিন্তু বাহ্যত ইসলাম

গ্রহনের কারনে নবী সাঃ ও সাহাবাগণ এদের কাফির হিসাবে আখ্যায়িত করেননি। বরং মুসলিম সমাজের সদস্য হিসাবে স্থান দিয়েছেন। নিম্নে এর কিছু নমুনা ও এদের কিছু স্বভাবের কথা বর্ননা করা হল:

ক. মুসলমানদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চলাঃ এরা মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিলেও ইসলামী বিধান পছন্দ করে না। মুসলিমের চেয়ে কাফিরদের বেশি ভালবাসে। ইসলামী শিষ্টাচারের বদলে কুফরী সংস্কৃতি এদের বেশি প্রিয়। ইসলামী বিধান মেনে চলার চেয়ে কুফরের লাগামহীন স্বাধীনতা এদের বেশি পছন্দ। তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, সাহিত্য, ব্যবসা, রাজনীতি সহ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে এরা মুসলমানদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বে ও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, মুঅ্মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে, সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেই। নিক্ষেপ করি জাহান্নামে যা নিকৃষ্টতম আবাস। (৪ নিসা: ১১৫)

খ. মুঅ্মিনদের নিয়ে উপহাস করাঃ প্রকৃত মুঅ্মিনদের নিয়ে উপহাস করা মুসলিম নামধারি এসব বেইমানদের অন্যতম স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছে:

দুনিয়ার জীবনকে কাফিরদের তরে শোভিত করা হয়। তারা মুঅ্মিনদের নিয়ে উপহাস করে। তবে মুত্তাক্বীরা পরকালে উচ্ছাসনে অধিষ্টিত হবে। আল্লাহ যাকে খুশি বেহিসাব দান করেন। (২ বাক্বারাহ: ২১২)

যারা সাদাকাহ সম্পর্কে মুঅ্মিনদের বদনাম করে, (দারিদ্রতার কারনে) যারা শ্রম ব্যতীত কিছুই দিতে পারে না; তাদের তিরস্কার করে, আল্লাহ এদের বদলা দেবেন। তাদের তরে যন্ত্রনা দায়ক আযাব। (৯ তাওবাহ: ৭৯)

গ. শারীয়া'হ বিমুখতাঃ মুসলিম নামধারী এসব কাফির শারীয়া'হ বিমুখ হয়ে থাকে। তারা ইসলামের কিছু ইবাদাত-বন্দেগী পছন্দ করলেও বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মানতে রাজি নয়। ইরশাদ হচ্ছে:

তারা বলে: আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত। তথাপিও তাদের অনেকেই (কুফরে) ফিরে যায়। আসলে এরা মুঅ্মিন নয়। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (ইসলামী শারীয়া'হর) প্রতি আহ্বান করা হলে তারা অস্বীকার করে। আর সুবিধা পেলে অনুগত হয়ে ছুটে আসে। তবে কি তাদের অন্তরে বিমার? না তারা সন্দিহান? নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে তারাই অবিচারী। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅ্মিনদের কথা হবে একটাই: শোনলাম আর মেনে নিলাম। (যারা এমন করে) তারাই সফল। (২৪ নূর: ৪৭-৫১)

ঘ. ইসলামী বিধান ছেড়ে মানব রচিত ও মনগড়া মতবাদ মেনে চলাঃ মুসলিম নামধারী এসব কাফির জীবনের নানা ক্ষেত্রে মানব রচিত মনগড়া মতবাদ ও নীতিমালা মেনে চলে। তারা নতুন বিধান ও নীতিমালা তৈরী করে এবং অন্য দেশ ও জাতি থেকে আমদানি করে। ইরশাদ হচ্ছে:

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন (মতবাদ, বিধান, নীতিমালা) সন্ধান করবে তাদের কিছুই কবুল করা হবে না। পরকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। (৩ আল-ইমরান: ৮৫)

ঙ. প্রকৃত মুঅ্মিনদের নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা মশকারা করা এসব কাফিরদের স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

কাফিরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে শোভিত করে দেখানো হয়। (প্রকৃত) মুঅ্মিনদের নিয়ে তারা উপহাস করে। মুত্তাকিরা পরকালে উচ্ছাসনে অধিষ্টিত হবে। আল্লাহ যাকে খুশি বে-হিসাব দান করেন। (২ বাক্বারাহ:২১২)

(দুনিয়ায়) পাপিষ্ঠরা মুঅ্মিনদের নিয়ে উপহাস করত। তাদের অতিক্রম কালে কটাক্ষ করত। তারা (এসব করে) আনন্দ চিত্তে ঘরে ফিরত। মুঅ্মিনদের দেখে বলত: এরা বিভ্রান্ত। (তারা মুঅ্মিনদের দূষ খুজে বেড়াত) অথচ মুঅ্মিনদের (কর্মের) হিসাব রাখার দায়িত্ব তাদের ছিল না। আর আজ মুঅ্মিনগণ কাফিরদের নিয়ে উপহাস করবে। উচ্ছাসনে বসে এদের দিকে তাকাবে। কি ? কাফিরদের উপযুক্ত কর্মফল মিলেছেতো ? (৮৩ মুতাফ্ফিফীন: ২৯-৩৬)

যারা এমন কুফর করে তাদের কাফির না বলে মুনাফিক বলা হয়। এবং এদের এই কাজকে বলা হয় নিফাক্ব বা মুনাফিকী। পরবর্তি পাঠে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ইন শা-আল্লাহ।

www.muftisaeed.org.uk